[২০১৯] ৬ এস. সি. আর. ১১৭২

সর্বশ্রী নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড

বনাম

সর্বশ্রী লুক্সরা এন্টারপ্রাইজস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য

(২০১৪ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৯৬৬৮)

১লা মে, ২০১৯

[ড. ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬: অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ – বীমা কোম্পানির জরিপকারী নিয়োগের অধিকার – অভিযোগকারী অগ্নি ঝুঁকির জন্য ৮৫ লক্ষ টাকার বিমার পলিসি গ্রহণ করেন – অভিযোগকারীর কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং তিনি ক্ষয়ক্ষতির জন্য দাবি করেন – বীমা কোম্পানি একজন জরিপকারী নিয়োগ করেন যিনি ৫৪ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেন – বীমা কোম্পানি দ্বিতীয় জরিপকারী নিয়োগ করেন, যিনি ক্ষতির পরিমাণ ২৪ লক্ষ টাকায় কমিয়ে দেন – তবে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল যে পুলিশ তিনজনকে রপ্তানিকারকদের প্রতারণার জন্য গ্রেপ্তার করেছে, এ কারণে বীমা কোম্পানি তৃতীয় জরিপকারী নিয়োগ করে – তৃতীয় জরিপকারী দাবি প্রত্যাখ্যান করেন – অভিযোগকারীর অভিযোগ ছিল যে বীমা কোম্পানি বারবার জরিপকারী নিয়োগ করে যতক্ষণ না তারা অভিযোগকারীর দাবি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের পক্ষে একটি প্রতিবেদন পায় – সিদ্ধান্ত: বীমা কোম্পানি যতক্ষণ তাদের পক্ষে প্রতিবেদন না পায় ততক্ষণ নতুন জরিপকারী নিয়োগ করতে পারে না – প্রথম জরিপকারীকে বীমা কোম্পানির প্রধান কার্যালয় দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল – প্রধান কার্যালয় থেকে আঞ্চলিক কার্যালয়ে যোগাযোগে উল্লেখ করা হয়েছিল যে প্রধান কার্যালয় একজন জরিপকারী নিয়োগ করেছে, তাই আঞ্চলিক কার্যালয় অন্য জরিপকারী নিয়োগ করার কোনো কারণ নেই – এ বিষয়টি বিবেচনায়, প্রধান কার্যালয়ের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় জরিপকারী নিয়োগ অনুমোদিত না হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল, ফলে অন্য জরিপকারী নিয়োগ যুক্তিযুক্ত ছিল না – তদুপরি, স্থানীয় কার্যালয়ের যুক্তি ছিল যে প্রথম জরিপকারী যখন ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল তখন নির্দিষ্ট বিষয়গুলো পরিষ্কার করেননি – দ্বিতীয় জরিপকারী ক্যানারা ব্যাংকের স্টক বিবৃতির রিপোর্ট বিবেচনা করেছিলেন – তবে, সেই স্টক বিবৃতি উপেক্ষা করা হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে যদি সেই স্টক

বিবৃতি সঠিক হয়, তাহলে কেন ক্রেডিট লেটার বাস্তবায়িত হয়নি তা দেখানোর কোনো কারণ ছিল না- ক্যানারা ব্যাংক, যার স্টকগুলোর ওপর প্রাথমিক অধিকার ছিল, তাদের দ্বারা স্টকগুলোর যাচাই নিয়ে দ্বিতীয় জরিপকারী যে প্রতিবেদন দিয়েছেন, তা সন্দেহ করার কোনো যুক্তি ছিল না – বীমা কোম্পানি একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করেছিল, যেখানে তিনজনকে রপ্তানিকারকদের প্রতারণার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল – তবে, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে এমন কোনো অভিযোগ বা অনুরূপ অভিযোগ ছিল না – অতএব, প্রথম জরিপকারীর প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করার জন্য বীমা কোম্পানির কোনো বৈধ কারণ ছিল না এবং এরূপ কোনো প্রমাণও ছিল না যে প্রতিবেদনটি স্বেচ্ছাচারী বা অতিরিক্ত ছিল – বীমা কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য বারবার জরিপকারী নিয়োগ করার কোনো যৌক্তিক কারণ ছিল না – বীমা আইন, ১৯৪৮ – ধারা ৬৪ইউএম।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত

বলেঃ ১.১ বীমা কোম্পানির প্রধান কার্যালয় প্রথম জরিপকারী নিয়োগ করে। বীমা কোম্পানির প্রধান কার্যালয় আঞ্চলিক শাখা কার্যালয়কে জানিয়েছে যে কেন অন্য একজন জরিপকারী নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, দ্বিতীয় জরিপকারীর নিয়োগ অনুমোদন না করার বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের দ্বারা সচেতন সিদ্ধান্ত জানানো হলে অন্য একজন জরিপকারীর নিয়োগ ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। আরও, স্থানীয় কার্যালয়ের দেওয়া যুক্তি ছিল যে প্রথম জরিপকারী কিছু বিষয় স্পষ্ট করেননি যখন ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় জরিপকারীর প্রতিবেদনেও উক্ত কারণটির উত্তর দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের জরিপকারী স্টক বিবৃতি সম্পর্কে কানাড়া ব্যাঙ্কের প্রতিবেদন বিবেচনা করেছিলেন। এই ধরনের স্টক বিবৃতি এই কারণে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে যদি বলা হয় যে স্টক বিবৃতিটি সঠিক হয় তবে কেন ক্রেডিট চিঠিটি বাস্তবায়িত করা যায়নি। অভিযোগকারী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এটি ১৫.০৬.২০০০-এ ছিল, চালানটি রপ্তানির আগে স্টকগুলি পরিদর্শন করার জন্য প্রেরণকারীকে জানানো হয়েছে। চালানকারী সেই স্টকগুলি পরিদর্শন করেননি যার ফলে ০৮.০৮.২০০০ পর্যন্ত ক্রেডিট চিঠির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। কানাড়া-ব্যাঙ্কের স্টকগুলির যাচাইকরণ, যার স্টকগুলির উপর প্রাথমিক চার্জ ছিল, সেভাবে সন্দেহ করা যায় না, দ্বিতীয় জরিপকারী রিপোর্ট করেছেন। [আনুচ্ছেদ ২০, ২১] [১১৮৫-এ-ই]

১.২ ঋণপত্রটি একটি বৈধ নথি ছিল যা শুধুমাত্র এই কারণে আসল নয় বলে বলা যেতে পারে না যে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক একটি সংস্থা যখন অভিযোগকারীর উপর আদেশ দিয়েছিল তখন এই ধরনের ঋণপত্র অভিযোগকারীর পক্ষে ছিল না। [আনুচ্ছেদ ২২] [১১৮৫-এফ-জি]

১.৩ ৬.৪.২০০২-এ দায়ের করা এফআইআরে অভিযোগকারীর রপ্তানি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ ছিল না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রপ্তানিকারকদের প্রতারণা করার। অন্যদিকে, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে এই ধরনের বা অনুরূপ কোনও অভিযোগ ছিল না। সুতরাং, বীমা সংস্থার প্রথম জরিপকারীর প্রতিবেদন গ্রহণ না করার কোনও বৈধ কারণ ছিল না বা এই ধরনের প্রতিবেদন নির্বিচারে এবং অত্যধিক হওয়ার কোনও প্রমাণও ছিল না। যতক্ষণ না একজন জরিপকারী বীমা সংস্থার স্বার্থ মেটাতে পারে এমন একটি প্রতিবেদন দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জরিপকারী নিয়োগের কোনও জোরালো কারণ ছিল না। [আনুচ্ছেদ ২৩, ২৪] [১১৮৫-জি-এইচ; ১১৮৬-এ-বি]

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর সিন্ডিকেট বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (২০০৯) ৮ এস. সি. সি ৫০৭: [২০০৯] ১৪ এস. সি. আর ৫৭- এর উপর নির্ভর করে।

মামলা আইন রেফারেন্স

[২০০৯] ১৪ এস.সি.আর ৫৭ নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ ১৫

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নং ৯৬৬৮ অফ ২০১৪ থেকে

জাতীয় ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, নতুন দিল্লি কর্তৃক ০১.০৮.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত রায় এবং আদেশ, মূল পিটিশন নং ১৮২/২০০২ থেকে উদ্ভুত।

সঙ্গে

২০১৫ এর দেওয়ানী আপিল নং ৪৩৭১-৪৩৭২।

সন্তোষ কুমার, শেখর কুমার, নাগেশ, সুশান্ত, শান্তনু কুমার, রোহিতাশ কে. শর্মা, বিষ্ণু মেহরা, শ্রীমতী মনজিৎ চাওলা, শ্রীমতী সাক্ষী মিত্তাল, বিপিন কুমার জয়, দুষ্যন্ত পরাশর, বিপুল জয়, শ্রীমতী শৈলী দিনকর, উপস্থিত পক্ষগুলির আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

হেমন্ত গুপ্তা, **বিচারপতি.** ১. এই আদেশটি ১৯৮৬ সালের ভোক্তা সুরক্ষা আইনের ২৩ ধারা অনুসারে উভয় পক্ষের দ্বারা দায়ের করা দেওয়ানি আপিল নিষ্পত্তি করবে, যা জাতীয় ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের ০১.০৮.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। উক্ত আদেশে অভিযোগকারীকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির কারণে ৫৪,৯৩,৮৬৫/- টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, শর্ত সাপেক্ষে যে বীমা কোম্পানিকে উক্ত পরিমাণ টাকা ৪৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় উক্ত টাকার ওপর বার্ষিক ১০% সুদ প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়।

২. সুবিধার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেওয়ানি আপিল নং ৯৬৬৮/২০১৪-এর প্রতিবাদীকে এখানে অভিযোগকারী হিসেবে অভিহিত করা হবে, এবং আপিলকারী নিউ ইন্ডিয়া অ্যাস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে বীমা কোম্পানি হিসেবে অভিহিত করা হবে। দেওয়ানি আপিল নং ৪৩৭১-৭২/২০১৫ অভিযোগকারীর দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল।

৩. অভিযোগকারী একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান, যা পোশাক তৈরিতে নিয়োজিত। অভিযোগকারী ২৭.০৩.২০০০ থেকে ২৬.০৩.২০০১ সময়কালের জন্য ৮৫,০০,০০০/- টাকার অগ্নি ঝুঁকি বিমার পলিসি গ্রহণ করেন। ১২.০৭.২০০০ তারিখে ভোর ৩:৪৫ মিনিটে অভিযোগকারীর কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এরপর, অভিযোগকারী কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির জন্য দাবি দাখিল করেন।

৪. বীমা কোম্পানি প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনার জন্য সর্বশ্রী আর.এন. শর্মা অ্যান্ড কোম্পানিকে তদন্তকারী হিসেবে নিয়োগ করে। প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন ২০.০৭.২০০০ তারিখে জমা দেওয়া হয়। এরপর, ২৮.০৭.২০০০ তারিখে বীমা কোম্পানির প্রধান কার্যালয় সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে জরিপকারী হিসেবে নিয়োগ করে। উক্ত জরিপকারী বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেন এবং অভিযোগকারীর দাবি ৫৪,৯৩,৮৬৫/- টাকার জন্য গ্রহণ করেন। উক্ত পরিমাণের মধ্যে ১,৬৫,৪৩০.৫৩ টাকা ভবনের ক্ষতির জন্য, ৩,৯৩,৭৭৯.৭৮ টাকা যন্ত্রপাতির ক্ষতির জন্য এবং ৪৯,৪৪,৬৫৭.৬৭ টাকা স্টকের ক্ষতির জন্য দাবি করা হয়েছিল। মোট পরিমাণটি ৫৪,৯৩,৮৬৫/- টাকায় নির্ধারিত হয়।

৫. বীমা কোম্পানি ০৯.০৪.২০০১ তারিখে অভিযোগকারীকে একটি চিঠি প্রেরণ করে, যেখানে ১২.০২.২০০১ তারিখে বীমা কোম্পানির কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর নির্দিষ্ট কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছিল। চাওয়া তথ্যগুলো হলো:

১ ১৯৮৫ অ্যাক্ট

২ কমিশন

১. যন্ত্রপাতির তালিকা (সম্পদ নিবন্ধনের অনুলিপি)

২. লোকসান ও লাভের হিসাব ৩. কাঁচামালের বিবরণ কিনুন

৩. কাছামাল ক্রয়ের বিবরন

৪. গত ২ বছরের ব্যালেন্স শিটের যাচাইকৃত অনুলিপি।

৫. মেয়াদ শেষ হওয়ার বর্ধিত তারিখ সহ এলসি ও এলসি-র মূল অনুলিপি

৬. টার্নওভার বাড়ানোর জন্য আর্থিক ব্যবস্থার বিবরণ।

৭. বিল্ডিংয়ের উপর বীমাকৃত সুদের অবস্থা স্পষ্ট।

৬. জরিপকারী তার প্রতিবেদনে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রপাতি এবং তার ক্ষতির পরিমাণের বিবরণ দিয়ে যন্ত্রপাতির ক্ষতি করেছেন। বীমা সংস্থাটি তার সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপককে ২৬.০৯.২০০১-এ একটি চিঠিও পাঠিয়েছে যে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সিঙ্গাপুর শাখার ১১.০৫.২০০০ তারিখের ক্রেডিট চিঠিটি গুরুচরণ সিং অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে কোনও নথি না পেয়েই উক্ত ক্রেডিট চিঠির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে অভিযোগকারী কোনও সুবিধাভোগী নন বা উক্ত ক্রেডিট চিঠির অবহিত পক্ষও নন।

৭. পরবর্তীকালে, সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টসকে বীমা কোম্পানি দ্বারা দ্বিতীয় জরিপকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত জরিপকারী তার ২৮.০২.২০০২ তারিখের রিপোর্টে ২৪,৭৬,৫৮৫/- টাকার ক্ষতি স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় জরিপকারী যথাক্রমে ৩০.৪.২০০০, ৩১.০৫.২০০০ এবং ০১.০৭.২০০০-এ কানাড়া ব্যাঙ্কের কাছে অভিযোগকারীর জমা দেওয়া স্টক বিবৃতি বিবেচনা করেছেন। যদিও, কানাড়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার উল্লেখ করেছেন যে এই বিবৃতিগুলি বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার মতো তবে জরিপকারী এই নথিগুলিকে এই কারণে সরিয়ে দিয়েছেন যে এই নথিগুলিকে স্টক মূল্য চূড়ান্ত করার জন্য নথি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, যদি শেয়ার বিবরণী উল্লেখ করা হয়, তা হলে ঋণপত্র বাস্তবায়িত না হওয়ার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয় জরিপকারীর প্রতিবেদন থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্‌ধৃতাংশগুলি নিম্নরূপঃ-

"(i) বীমাকৃত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া ১.৭.২০০০, ৩১.৫.২০০০, ৩০.৪.২০০০-এর স্টক বিবরণী।

এই বিবৃতিগুলি কেবল বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার মতোই (ক্যানারা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মতামত দেখুন, ১৩খ, তদন্ত যাচাইকরণ)। এই নথিগুলিকে

স্টক মূল্যের চূড়ান্তকরণের নথি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। যদি আমরা এই স্টক বিবৃতিগুলিতে পরিমাণের উল্লেখ করি, তাহলে কেন এলসি বাস্তবায়িত হতে পারত না তার কোনও কারণ ছিল না। উপরন্তু, এই নথিগুলি লুক্সরা এন্টারপ্রাইজস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক তাদের বিক্রেতাদের কাছ থেকে কেনা আইটেমগুলির ক্রয় ইনভয়েসের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ।

৮. বীমা কোম্পানি প্রতিবেদনটি এখনও সন্তোষজনক মনে করেনি এবং পরবর্তী সময়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রী আর.জি. ভার্মাকে তৃতীয় জরিপকারী হিসেবে নিয়োগ করে। উক্ত জরিপকারী ২৮.০৫.২০০২ তারিখে তার প্রতিবেদনে বীমার শর্তাবলীর ৮ নম্বর ধারার অধীনে সম্পূর্ণ দাবি প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করেন। তিনি তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে অগ্নিকাণ্ড ঘটানোর জন্য বীমাকারীর (পলিসি গ্রহীতা) পর্যাপ্ত প্রাসঙ্গিক যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। উক্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে, ২৮.০৬.২০০২ তারিখে একই দিনে বীমা কোম্পানি অভিযোগকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখ্যানের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল যে অভিযোগকারীর কোনো রপ্তানি আদেশ ছিল না এবং ক্রেডিট লেটারের মধ্যে ক্রেতার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ ছিল না। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে ক্যানারা ব্যাংকে ০৫.০৭.২০০০ তারিখে জমা দেওয়া স্টকের বিবৃতি অনুযায়ী, ০১.০৭.২০০০ তারিখে ৩৪,৮০০টি শার্ট প্রস্তুত ছিল এবং ক্রেডিট লেটার ০৯.০৭.২০০০ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কথা ছিল। সুতরাং অভিযোগকারী ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন কেন উক্ত চালান ০১.০৭.২০০০ বা তার আগে প্রেরণ করা হয়নি। আরও একটি কারণ দেওয়া হয় যে ক্রেডিট লেটার ০৮.০৮.২০০০ তারিখ পর্যন্ত অন্য কারও পক্ষে বাড়ানো হয়েছিল। সুতরাং, যখন পণ্য ০১.০৭.২০০০ তারিখে প্রস্তুত ছিল বলে দাবি করা হয়েছিল, তখন ক্রেডিট লেটার বাড়ানোর কোনো কারণ ছিল না। এছাড়াও অভিযোগ করা হয় যে পোশাক রপ্তানির জন্য অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল, যা অভিযোগকারী সংগ্রহ করেননি। জরিপকারী আরও উল্লেখ করেন যে সর্বশ্রী এস.ভি. ট্রেডার্স থেকে ১,০৪,২০৩ মিটার কাপড় কেনা হয়েছিল, কিন্তু চালান এবং ইনভয়েসে দেওয়া ঠিকানা ছিল কাপড়ের দোকানের পরিবর্তে একটি ফটোকপি দোকানের। তদুপরি, আরেকটি কারণ হিসেবে বলা হয় যে সর্বশ্রী সিরদানওয়াল ওভারসিজের (অজয় ভার্মা) মাধ্যমে ক্রেডিট লেটার খোলা হয়েছিল, যিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০, ৪০৬, এবং ১২০(খ)-এর অধীনে এফআইআর নং ৯৮, তারিখ ০৬.০৪.২০০২ অনুসারে একটি অপরাধমূলক মামলার মুখোমুখি।

৯. অভিযোগকারী তার ১৬.০৫.২০০২ তারিখে দায়ের করা অভিযোগে, অন্য কিছুর পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন যে তিনি ক্যানারা ব্যাংক থেকে ৫০,০০,০০০/- টাকার একটি ঋণসুবিধা গ্রহণ করেছিলেন এবং উক্ত ঋণের পরিমাণ মার্চ এবং মে, ২০০০ মাসে বিতরণ করা হয়েছিল। এই অগ্রিম অর্থ অভিযোগকারীর কারখানায় মজুদ থাকা স্টক এবং পণ্যের প্রাথমিক নিরাপত্তার পাশাপাশি অভিযোগকারীর পরিচালকদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি

এবং পরিচালকদের একজনের আবাসিক বাড়ির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক ও কারখানায় স্থাপন করা যন্ত্রপাতিকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা হিসেবে দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। ব্যাংক বীমা কোম্পানির মাধ্যমে কারখানার ভবন ও স্টকগুলো বিমা করিয়েছিল, যার প্রিমিয়াম অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করে ব্যাংক পরিশোধ করেছিল।

১০. অভিযোগকারীর অভিযোগ হলো যে বীমা কোম্পানি একের পর এক জরিপকারী নিয়োগ করেছে। প্রথম জরিপকারী- সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস অভিযোগকারীর দাবির ক্ষতি ৫৪,৯৩,৮৬৫/- টাকা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় জরিপকারী- সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস এই পরিমাণ কমিয়ে ২৪,৭৬,৫৮৫/- টাকায় নির্ধারণ করে এবং তৃতীয় জরিপকারী- আর.জি. ভার্মা পুরো দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

১১. দ্বিতীয় জরিপ প্রতিবেদনের বিষয়ে বলা হয়েছে যে জরিপকারী সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস-এর শ্রী বি.এস. আগরওয়াল অভিযোগকারীর অফিসে একটি মিটিংয়ে অংশ নেন, যেখানে বীমা কোম্পানির কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগকারী ১৫.০১.২০০২ তারিখে বীমা কোম্পানির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, দিল্লির শাখা অফিস এবং মুম্বাইয়ের গ্রিভেন্স সেলে একটি চিঠি জমা দেন। শ্রী বি.এস. আগরওয়াল ৩০.০১.২০০২ তারিখে একটি চিঠি দিয়ে জানান যে অভিযোগকারীর ১৫.০১.২০০২ তারিখের চিঠি বিভ্রান্তিকর ছিল, কারণ অভিযোগকারী জরিপকারীর কাছে অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১২. অভিযোগকারী ১৮.০৩.২০০২ তারিখে আবার একটি চিঠি জমা দেন, যেখানে জরিপকারীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এটি বীমা কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়। অভিযোগকারী এও উল্লেখ করেন যে বীমা কোম্পানি একের পর এক জরিপকারী নিয়োগ করতে পারে না। বীমা কোম্পানির উচিত ছিল বীমা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা, যাতে ১৯৩৮[৩] সালের বীমা আইনের ৬৪ইউএম (৩) ধারার অধীনে একজন স্বাধীন জরিপকারী নিয়োগ করা হয়। তবে, বীমা কোম্পানির জন্য এটি গ্রহণযোগ্য ছিল না যে তারা একের পর এক জরিপকারী নিয়োগ করবে যতক্ষণ না তারা অভিযোগকারীর দাবিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার একটি প্রতিবেদন পায়। ১৯৩৮ সালের বীমা আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো নিম্নরূপ:-

> "(২) কোনো বিমা নীতির অধীনে ভারতে সংঘটিত এবং ভারতে প্রদান বা নিষ্পত্তির জন্য প্রযোজ্য বিশ হাজার টাকা বা তার বেশি মূল্যের ক্ষতির দাবিকে, যা বীমা (সংশোধনী) আইন, ১৯৬৮ কার্যকর হওয়ার

৩ ১৯৩৮ অ্যাক্ট

এক বছরের সময়সীমা পেরোনোর পরে কোনো সময় বীমাকারীর কাছে উপস্থাপিত বা জানানো হয়েছে, কর্তৃপক্ষ অন্যভাবে নির্দেশ না দিলে, বীমাকারী দ্বারা কোনো অর্থ প্রদান বা নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণ করা বা নিষ্পত্তি করা যাবে না, যদি না তিনি এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিবেদনে উল্লেখিত ক্ষতির ওপর একটি রিপোর্ট গ্রহণ করেন, যিনি এই ধারার অধীনে জরিপকারী বা ক্ষতি নিরূপণকারী হিসাবে কাজ করার জন্য একটি লাইসেন্স ধারণ করেন (যাকে "অনুমোদিত জরিপকারী বা ক্ষতি নিরূপণকারী" বলা হয়):

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোনও কিছুই অনুমোদিত জরিপকারী বা লোকসান মূল্যায়নকারী দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের থেকে আলাদা কোনও পরিমাণে কোনও দাবি পরিশোধ বা নিষ্পত্তি করার জন্য বীমাকারীর অধিকার কেড়ে নিয়েছে বা সংকুচিত করেছে বলে মনে করা হবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত প্রকৃতির কোনও দাবির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যে কোনও সময়ে তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট অন্য কোনও অনুমোদিত জরিপকারী বা লোকসান মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে একটি স্বাধীন প্রতিবেদন চাইতে পারে এবং এই জাতীয় জরিপকারী বা লোকসান মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাঁর দ্বারা কোনও সময়সীমা নির্দিষ্ট না করা হলে কর্তৃপক্ষের কাছে এমন প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং এই ধরনের প্রতিবেদনের ব্যয় বা আনুষঙ্গিক ব্যয় বীমাকারী বহন করবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত একটি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, দাবির নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এমন নির্দেশ জারি করতে পারবেন, যার মধ্যে রয়েছে যে সংখ্যায় দাবি নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বা নিষ্পত্তি করা হয়েছে তার চেয়ে কম বা তার বেশি সংখ্যায় দাবি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ এবং বীমাকারী এই নির্দেশগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ যে সংখ্যায় দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে তার চেয়ে কম সংখ্যায় কোনও দাবি নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ জারি করলে, বীমাকারী এই নির্দেশ মেনে চলে বলে মনে করা হবে যদি তিনি কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করেন যে, জড়িত ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কি না, এই প্রশ্নের যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ তাঁর দ্বারা যথাযথ প্রেরণের সঙ্গে নেওয়া হয়েছেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যেখানে দাবির পরিমাণ ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে সেখানে কম অর্থ প্রদানের জন্য কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং কর্তৃপক্ষের অভিমত হল যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের ফলে বীমাকৃতদের অযথা অসুবিধা হবেঃ

আরও শর্ত দেওয়া হয়েছে যে এই ধারার কোনও কিছুই বীমাকারীকে কোনও দেওয়ানি বা ফৌজদারি দায় থেকে মুক্তি দেবে না, যার জন্য তিনি এই উপ-ধারার বিধানগুলির সাপেক্ষে হতেন।"

১৩. কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া লিখিত বিবৃতিতে বীমা কোম্পানি ব্যাখ্যা করেছে কেন সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর জরিপকারীর রিপোর্ট ০১.০২.২০০১ তারিখে জমা দেওয়ার পরে আরেকজন জরিপকারী নিয়োগ করা হয়েছিল। এতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয় যে ক্ষতির পরিমাণ যাচাই না করেই এবং প্রয়োজনীয় কোনো নথি সরবরাহ না করেই মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং জরিপকারীর কাছ থেকে যে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল তা কোনো ফলপ্রসূ উত্তর দেয়নি। বীমা কোম্পানি প্যারাগ্রাফ ৩.৯-এ তাদের লিখিত উত্তরে অন্য জরিপকারী নিয়োগ করার কারণগুলো এইভাবে উপস্থাপন করেছে:

"প্রতিবাদী নং ১ জরিপকারীদের পাশাপাশি বীমাকৃত পক্ষের কাছ থেকে কিছু পয়েন্টে ব্যাখ্যা চেয়েছিল, কিন্তু জরিপকারী বা বীমাকৃত কেউই এই ব্যাখ্যা বা প্রয়োজনীয় নথি জমা দেয়নি। উক্ত ব্যাখ্যা/নথি না থাকায়, প্রতিবাদী নং ১ শার্টগুলোর খরচ নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। জরিপকারীরা শার্টের মূল্য ২৩৫/- টাকা ধরে নিয়েছিল, তবে এটি স্পষ্ট ছিল না যে এই মূল্য তারা কোথা থেকে পেয়েছে। অন্যদিকে, অভিযোগকারী শার্টের অর্ডার নিয়েছিল প্রতি পিস ৫.৯ মার্কিন ডলার বা ২৭১/- টাকা দরে, এবং ওভারহেড খরচ যোগ করে খরচ দাঁড়ায় ২৯৫/- টাকা প্রতি শার্ট। প্রাথমিক জরিপকারী তার ২০শে জুলাই, ২০০০ তারিখের প্রতিবেদনে ৭৫,০০,০০০/- টাকার ক্ষতির অনুমান করার ভিত্তি উল্লেখ করেনি। ১১ই মে, ২০০১ তারিখে প্রাথমিক জরিপকারীকে ৭৫,০০,০০০/- টাকার অনুমানের ভিত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা কোনো উত্তর পায়নি। এর পরে, ২৮শে জুন, ২০০১ তারিখে অনুস্মারক পাঠানো হয়, তাতেও কোনো উত্তর মেলেনি। ১১ই মে, ২০০১ এবং ২৮শে জুন, ২০০১ তারিখের চিঠি সংযুক্তি আর-১৪ এবং আর-১৫ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।"

১৪. লিখিত বিবৃতিতে অন্য কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি কেন সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টসকে, দ্বিতীয় জরিপকারী হিসেবে, ২২.০৮.২০০১ তারিখে নিয়োগ করা হয়েছিল। কমিশন তার আদেশে উল্লেখ করেছে:

"২২. রেকর্ডে কোনও প্রমাণ নেই যে ২,৩ ও ৪ নম্বর সার্ভেয়ার নিয়োগটি সদর দফতরের সম্মতিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় সার্ভেয়ারের পরে, কেন তৃতীয় ও চতুর্থ সার্ভেয়ার নিয়োগ করা হয়েছিল তার কোনও যুক্তি দেওয়া হয়নি। এটি একটি স্বীকৃত

সত্য যে অভিযোগকারীর প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। প্রথম তিনজন জরিপকারী এই বিষয়ে একমত ছিলেন। এমনকি তদন্তকারী/চতুর্থ জরিপকারীও এই ঘটনা অস্বীকার করেননি এবং স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে কয়েক লাখ টাকার শার্ট পুড়ে গেছে। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না যে অভিযোগকারীর কিছু ক্ষতি হয়েছে। অর্ডার বা লেটার অব ক্রেডিট জাল বা প্রভাবিত ছিল কিনা, অথবা শার্ট আমদানির অর্ডার প্রমাণ করা যায়নি কিনা, অথবা শ্রী অজয় বর্মা কোনো ফৌজদারি মামলায় জড়িত ছিলেন কিনা, এর কোনো প্রভাব এই মামলার ওপর পড়ে না। রেকর্ডে থাকা প্রমাণে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে শ্রী অজয় বর্মা এই বিশেষ মামলায় জড়িত ছিলেন।

২৩. এটি একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলা যাবে না যে জরিপকারী অভিযোগকারীকে জানিয়েছেন যে নথি সম্পূর্ণ, তার পরে তিনি অন্য নথি চাইতে পারবেন না। এতে কোনো বাধা নেই।

২৪. এই পরিস্থিতিতে, আমরা দ্বিতীয় জরিপকারী, সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা-এর প্রতিবেদনে সম্মতি জানাতে দ্বিধা করছি না। এই প্রতিবেদন আংশিকভাবে গ্রহণ করা হলো এবং আমরা অভিযোগটি মঞ্জুর করছি। বীমা কোম্পানি (ওপি ১) কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে তারা অভিযোগকারীকে এই আদেশ পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে ৫৪,৯৩,৮৬৫/- টাকা প্রদান করবে, অন্যথায় এটি প্রতি বছরে ১০% হারে সুদ বহন করবে যতক্ষণ না এটি পূর্ণ পরিশোধিত হয়। এই মামলার বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায়, কোনো খরচ বা বিচারাধীন সুদ আরোপ করা হলো না।

১৫. আপিলকারী বীমা কোম্পানির পক্ষের বিশিষ্ট আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে কমিশন আইনগতভাবে গুরুতর ভুল করেছেন, কারণ তারা চিঠি অফ ক্রেডিট জাল বা প্রভাবিত ছিল কিনা, শার্ট আমদানির অর্ডার প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছিল কিনা, বা মি. অজয় বর্মা কোনো ফৌজদারি মামলায় জড়িত ছিলেন কিনা, এই প্রশ্নগুলো পরীক্ষা করেননি। কমিশন ধরে নিয়েছে যে এই বিষয়গুলো এই মামলার উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। আপিলকারী বীমা কোম্পানির আইনজীবী শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা সিন্ডিকেট বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড[৪]-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে ১৯৩৮ সালের আইনের ধারা ৬৪ ইউএম পরীক্ষা করা হয়েছে। এই মামলায় বলা হয়েছে যে বীমা কোম্পানির দ্বারা অন্য জরিপকারী সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস নিয়োগে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে বীমা কোম্পানিকে পূর্ববর্তী জরিপকারী সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা-এর প্রতিবেদনে অসম্মতি জানানোর কারণ রেকর্ড করতে হবে। সুতরাং, বীমা কোম্পানি যথাযথভাবেই আরেকজন জরিপকারী নিয়োগ করেছে।

৪ (২০০৯) ৮ এসসিসি ৫০৭

১৬. বিমা সংস্থাটি পঞ্জাব কেসরিতে প্রকাশিত ০৯.০৫.২০০২ তারিখের সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে যে দিল্লি পুলিশ রপ্তানিকারকদের প্রতারিত করার জন্য জাল নথির ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এটি ছিল উক্ত সংবাদপত্রের প্রতিবেদন যা আরও একজন জরিপকারী নিয়োগের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল। লিখিত বিবৃতি থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশটি নিম্নরূপঃ-

"৩.১২ **২০০২ সালের ৯ই মে**, "পাঞ্জাব কেসরি" সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে দিল্লি পুলিশ একটি তিনজনের দলকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা জাল কাগজপত্রের ভিত্তিতে রপ্তানিকারকদের কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করেছিল। এটি আরও প্রকাশ্যে আসে যে প্রতিবাদী নং ১-এর নজরে আসে যে মিঃ অজয় ভার্মা, সর্বশ্রী সিরদানওয়াল ওভারসিজ-এর পক্ষ থেকে, যাঁর সাথে অভিযোগকারী এলসি এবং রপ্তানি আদেশ সংগ্রহের বিষয়ে লেনদেন করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁকে প্রতারণার মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই মামলাটি এফআইআর নং ৯৮, তারিখ ৬ই এপ্রিল, ২০০২, পি.এস. চিত্তরঞ্জন পার্ক-এ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪২০/৪০৬/১২বি অনুযায়ী রুজু করা হয়েছে। ৯ই মে, ২০০২ তারিখের সংবাদপত্রের প্রতিবেদনটি এখানে সংযুক্ত আর-২৫ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদী নং ১ শ্রী আর.জি. ভার্মা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দাবি তদন্ত করার জন্য নিয়োগ করেন। শ্রী আর.জি. ভার্মা একটি বিশদ তদন্ত পরিচালনা করেন এবং ২৮শে মে, ২০০২ তারিখে তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন, যেখানে তিনি দাবি করেন যে উক্ত দাবি ছিল প্রতারণাপূর্ণ। শ্রী আর.জি. ভার্মার প্রতিবেদনটি এখানে সংযুক্ত আর-২৬ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারী নিম্নলিখিত নথি সংগ্রহ করেছেন:

i. ২৪শে মে, ২০০২ তারিখের জামিনের আবেদনের তালিকা.

ii. এফআইআর নং ৯৮ তারিখ ৬ই এপ্রিল, ২০০২.

iii. অভিযুক্তদের দ্বারা বিচার বিভাগীয় হেফাজতের অনুরোধের আবেদন।

iv. প্রতিবাদী নং ১ এসভি ট্রেডার্সের অফিসের ছবি তুলেছেন যা এখানে অ্যানেক্সার আর-২৭"

১৭. অন্যদিকে, অভিযোগকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি উত্থাপিত যুক্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বিমা সংস্থার প্রধান কার্যালয় কর্তৃক তার দিল্লি আঞ্চলিক কার্যালয়ে সম্বোধন করা ০৭.১২.২০০১ তারিখের যোগাযোগের উল্লেখ করেন, এই তথ্যের সাথে যে প্রধান কার্যালয় সর্বশ্রী সুনীল জে ভোহরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে চূড়ান্ত জরিপকারী হিসাবে নিয়োগ করেছে এবং প্রধান কার্যালয় কেন এবং কে সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড কনসালট্যান্টসকে জরিপকারী হিসাবে নিয়োগ করেছে তা বুঝতে অক্ষম। উক্ত চিঠির উদ্ধৃতাংশগুলি নিম্নরূপঃ-

০৭.১২.২০০১

দিল্লি আরও ॥
যথাযথ মনোযোগে: মি. এস. মাম্মান, সহকারী সাধারণ ব্যবস্থাপক,
বিষয়: নীতির নং

১১/৩১০৮৩০/৯৯/৯০১০ এ/সি-এর অধীনে অগ্নি দাবির ব্যাপারে
সর্বশ্রী লাক্সরা এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড
ক্ষতির তারিখ: ১১/১২.৭.২০০০

আমাদের রেকর্ড থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে আপনার ২৪.৭.২০০০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা অনুরোধের ভিত্তিতে, সদর দফতর (এইচও) ফাইনাল সার্ভেয়ার হিসেবে সুনীল জে. ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-কে নিয়োগ করেছে এবং আমরা ২৭.৭.২০০০ তারিখের আমাদের চিঠির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত আপনাদের অবহিত করেছি। আমরা বুঝতে পারছি যে সার্ভেয়ার ইতিমধ্যেই তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

আমরা ২০.১১.০১ তারিখে সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস থেকে এই দাবির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি কাগজপত্রের গুচ্ছ পেয়েছি। আমরা বুঝতে পারছি না কেন তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং কে তাদের নিয়োগ দিয়েছে। দয়া করে মনে রাখবেন যে একবার সদর দফতর একজন সার্ভেয়ার নিয়োগ দিলে, আপনারা সদর দফতরের সঙ্গে পরামর্শ না করে অন্য কোনো সার্ভেয়ার বা তদন্তকারী নিয়োগ করতে পারবেন না। আপনার ব্যাখ্যা প্রদান করুন যাতে আমরা ম্যানেজমেন্টকে যথাযথভাবে অবহিত করতে পারি।

আমরা লক্ষ্য করছি যে সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস-এর পত্রাবলী শুধুমাত্র সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং কপিগুলি বিভিন্ন উচ্চতর অফিসে পাঠানো হয়েছে। আমাদের রেকর্ডের জন্য দয়া করে এই দাবির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও আমাদের জানান।

১৮. পক্ষগুলির সংশ্লিষ্ট যুক্তিগুলি বিবেচনা করার আগে, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরের (উপরে) রায়টি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। উক্ত রায়ে, এই আদালত জরিপকারী নিয়োগের জন্য বীমা সংস্থার অধিকারকে বহাল রেখেছে তবে বৈধ কারণে এই অধিকারটি প্রয়োগ করা যেতে পারে বা যদি প্রতিবেদনটি স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হয় এবং বীমা সংস্থাকে অবশ্যই এমন সুনির্দিষ্ট কারণ দিতে হবে যা ছাড়া এটি দ্বিতীয় জরিপকারী নিয়োগ করতে স্বাধীন নয়। রায়ের প্রাসঙ্গিক উদ্‌ধৃতাংশগুলি নিম্নরূপঃ-

"৩৩. ধারা ৬৪-ইউএম এর স্কিম, বিশেষ করে উপ-ধারা (২), (৩) এবং (৪) দেখাবে যে বীমাকারী অবশ্যই একটি দ্বিতীয়

সার্ভেয়ার নিয়োগ করতে পারবেন না। যদি কোনো বৈধ কারণে সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন বীমাকারীর কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, যেমন প্রতিবেদনে অন্তর্নিহিত ত্রুটি থাকে, যদি এটি স্বেচ্ছাচারী, অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করতে হবে। কারণ ছাড়া, বীমাকারী দ্বিতীয় সার্ভেয়ার বা সার্ভেয়ারদের নিয়োগ করতে পারে না যতক্ষণ না এমন একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায় যা তাদের স্বার্থ পূরণ করে। বিকল্পভাবে বলা যেতে পারে যে, সার্ভেয়ার/সার্ভেয়ারদের মতামতের সাথে দ্বিমত করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ থাকতে হবে। বীমা আইনে দ্বিতীয় সার্ভেয়ার নিয়োগ করার জন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে এটি করার সময়, বীমাকারীকে প্রথম সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন গ্রহণ না করার জন্য সন্তোষজনক কারণ এবং দ্বিতীয় সার্ভেয়ার নিয়োগের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে হবে।

XXX XXX XXX

৩৫. আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, বীমা আইন শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক করে যে কোনও দাবি নিষ্পত্তি করার সময়, একজন জরিপকারীর সহায়তা নেওয়া উচিত, তবে এটি আরও এগিয়ে যায় না এবং বলে যে বীমাকারী জরিপকারী যা মূল্যায়ন করেছেন বা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন তার দ্বারা আবদ্ধ থাকবে; যদি কোনও কারণে, বীমাকারীর অভিমত হয় যে জরিপকারীর দ্বারা একটি প্রতিবেদন তৈরি করার সময় কিছু বস্তুগত তথ্য বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং যদি তা না করা হয়, তবে এটি অবশ্যই বীমাকৃতের ক্ষতি অনুমান করার জন্য একটি নতুন সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্য জরিপকারীকে নিযুক্ত করতে পারে।

XXX XXX XXX

৩৭. প্রতিবেদন গ্রহণ বা গ্রহণ না করার বিকল্প বীমাকারীর কাছে রয়েছে। তবে, যদি প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয় স্বেচ্ছাচারীভাবে এবং গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়াই, তাহলে আদালত বা অন্যান্য ফোরাম অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং বীমাকারীর দ্বারা বীমাকৃত ব্যক্তির দাবিটি প্রত্যাখ্যান করার সময় সংঘটিত ত্রুটিটি সংশোধন করতে পারে। আমরা আরও যোগ করি যে, যদি প্রতিবেদনগুলি সৎ উদ্দেশ্যে, মনোযোগসহকারে এবং কোনো ত্রুটি বা খারাপ উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয়, তাহলে বীমা কোম্পানির প্রত্যাশা করা হয় না যে তারা সার্ভেয়ারদের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করবে।

১৯. উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোকে যে প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে হবে তা হলো, বীমা কোম্পানির কাছে কোনো কারণ ছিল কি না অথবা সার্ভেয়ার সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর প্রতিবেদনটিতে অন্তর্নিহিত ত্রুটি ছিল কি না, অথবা উক্ত প্রতিবেদনটি স্বেচ্ছাচারী, অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত ছিল কি না, যার ভিত্তিতে অন্য একজন সার্ভেয়ারকে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

২০. সার্ভেয়ার সর্বশ্রী সুনীল জে ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে বীমা কোম্পানির প্রধান কার্যালয় দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল। বীমা কোম্পানির প্রধান কার্যালয় আঞ্চলিক শাখা কার্যালয়কে জানিয়েছে যে কেন অন্য সার্ভেয়ার নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, দ্বিতীয় সার্ভেয়ার নিয়োগ অনুমোদন না করার বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের দ্বারা সচেতন সিদ্ধান্ত জানানো হলে অন্য সার্ভেয়ার নিয়োগকে ন্যায়সঙ্গত করা যায়নি।

২১. আরও, স্থানীয় অফিস যে কারণটি দিয়েছে তা হলো সার্ভেয়ার সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস কিছু পয়েন্ট স্পষ্ট করেনি যখন তা স্পষ্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। উক্ত কারণটি সার্ভেয়ার সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস-এর প্রতিবেদনের মাধ্যমেও উত্তর পেয়েছে। উক্ত সার্ভেয়ার ক্যানারা ব্যাংকের স্টক বিবৃতি সম্পর্কিত প্রতিবেদনের বিবেচনা করেছে। উক্ত স্টক বিবৃতিটি উপেক্ষা করা হয়েছে এই কারণে যে, যদি উক্ত স্টক বিবৃতি সঠিক হয়ে থাকে, তবে কেন লেটার অব ক্রেডিট কার্যকর হয়নি। অভিযোগকারী ব্যাখ্যা করেছেন যে ১৫.০৬.২০০০ তারিখে এটি প্রাপককে জানানো হয়েছিল যে চালান রপ্তানির আগে স্টক পরিদর্শন করা হোক। প্রাপক স্টক পরিদর্শন করেনি, যার ফলে লেটার অব ক্রেডিটের মেয়াদ ০৮.০৮.২০০০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে লেটার অব ক্রেডিট রপ্তানিকারকের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের সুবিধার জন্য এবং একবার অভিযোগকারীর স্টক ক্যানারা ব্যাংক দ্বারা যাচাই করা হলে, যার সম্পত্তিতে প্রথম চার্জ ছিল, তখন শুধুমাত্র লেটার অব ক্রেডিট কার্যকর হয়নি এই কারণে বীমা কোম্পানি স্টক যাচাইয়ের বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে না। ক্যানারা ব্যাংকের স্টক যাচাই, যাদের স্টকের ওপর প্রাথমিক চার্জ ছিল, এমনভাবে সন্দেহ করা যায় না যেমনটি সার্ভেয়ার সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।

২২. আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে হলফনামায় যে লেটার অব ক্রেডিট ছিল সর্বশ্রী সিরদানওয়াল ওভারসিজ দ্বারা, যা গুরচরণ সিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড পিটিই সিঙ্গাপুর-এর নামে অনুমোদিত হয়েছিল। অতএব, উক্ত লেটার অব ক্রেডিট একটি বৈধ নথি ছিল, যা কেবল এই কারণে মিথ্যা বলা যায় না যে উক্ত লেটার অব ক্রেডিট অভিযোগকারীর পক্ষে ছিল না যখন উপরে উল্লিখিত সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ফার্ম অভিযোগকারীর কাছে অর্ডার দিয়েছিল।

২৩. অজয় ভার্মা এফআইআর-এ অভিযুক্ত, যেখানে অভিযোগকারীর রপ্তানি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ নেই। অজয় ভার্মার বিরুদ্ধে অভিযোগটি রপ্তানিকারকদের প্রতারণার, যেখানে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে এই ধরনের বা অনুরূপ কোনও অভিযোগ নেই। অভিযোগকারী আরও জানিয়েছেন

যে অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন ছিল, তাই প্রকৃতপক্ষে বীমা কোম্পানির এই দাবিটি ভুল।

২৪. সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে বীমা কোম্পানির কাছে সার্ভেয়ার সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর প্রতিবেদন গ্রহণ না করার জন্য কোনো বৈধ কারণ ছিল না, এবং এই প্রতিবেদনের স্বেচ্ছাচারী ও অতিরিক্ত হওয়ার বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। বীমা কোম্পানির স্বার্থ পূরণে উপযুক্ত প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত বারবার সার্ভেয়ার নিয়োগ করার কোনো যৌক্তিক কারণ ছিল না।

২৫. বাস্তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট যে সার্ভেয়ার সর্বশ্রী সুনীল জে. ভোরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ৫৪,৯৩,৮৬৫/- টাকার দাবি মেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয় সার্ভেয়ার সর্বশ্রী এবিএম ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস ২৪,৭৬,৫৮৫/- টাকার দাবি মেনে নিয়েছিল। তৃতীয় সার্ভেয়ার আর.জি. ভার্মা পুরো দাবিটি প্রত্যাখ্যান করার সুপারিশ করেছিল। তৃতীয় সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনটি বীমা কোম্পানির স্বার্থ পূরণ করেছিল এবং এটি অভিযোগকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দিনেই করা হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই যে শ্রী বেঙ্কটেশওয়ারা (উপরিউক্ত) মামলার রায় অনুসারে, বীমা কোম্পানির পক্ষে একের পর এক সার্ভেয়ার নিয়োগ করা আইনসম্মত নয়, যতক্ষণ না এটি তাদের পক্ষে একটি প্রতিবেদন পায়। বাস্তবে, সার্ভেয়ারদের নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল অভিযোগকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করা, কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে।

২৬. সুতরাং, আমরা কমিশনের প্রদত্ত আদেশে কোনো অবৈধতা খুঁজে পাই না। ফলস্বরূপ, দেওয়ানী আপিল নং ৯৬৬৮/২০১৪ খারিজ করা হলো।

২৭. তবে, আমরা দেখতে পাই যে কমিশন অভিযোগকারীর প্রাপ্য অর্থের উপর সুদ মঞ্জুর করেনি। তাই, অভিযোগকারী কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী আপিল নং ৪৩৭১-৭২/২০১৫ মঞ্জুর করা হলো। অভিযোগকারী ৫৪,৯৩,৮৬৫/- টাকার উপর বার্ষিক ৬% হারে সুদ প্রাপ্য, পিটিশন দায়েরের তারিখ থেকে অর্থ প্রদান পর্যন্ত।

দেবিকা গুজরাল আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu